দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১০ JAN 2003 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

প্রধান রচনা

ছাত্রদলে আদু ভাই জটিলতা

মাহমুদ কাসেম

অনেক দিন আগে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচ্ছদের একটা কার্টুন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কার্টুনটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। এতে দেখানো হয়, ছাত্ররা মনুষ্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে ছাগল হয়ে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ইমেজের জন্য কার্টুনটি এক কথায় মারাত্মক হলেও তখনকার বাস্তবতায় এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সে সময় রাজনীতির সাতপাঁকে পড়ে ছাত্রদের সন্ত্রাসসহ বাজে কাজে জড়ানোর বিষয়টি এতে খুব তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদু ভাই হিসেবে পরিচিত ছাত্রনেতাদের নিয়ে সেরকম কার্টুন হলে তাতে কি দেখানো যেতে পারে? এ বিষয়ে বেশীরভাগ লোকের স্যাজেশন হল, ছাত্রনেতারা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, তারা বিয়ে করছেন, তাদের চুল দাড়ি পাকছে, বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়েছেন তারপরও ছাত্রনেতৃত্ব ছাড়ছেন না- এ বিষয়টিই দেখানো দরকার। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক কৌতূহলোদ্দীপক রিপোর্ট, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এ নিয়ে প্রায়ই হাসাহাসি হয়। এতে ছাত্রনেতৃত্ব সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা তৈরী হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও সংগঠনের নতুন উদ্যমী কর্মীরা হতাশ হন। বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকটও সৃষ্টি হয়। দুর্বৃত্তায়নের দুষ্টচক্রে পড়ে ছাত্র রাজনীতি অনভিপ্রেত বিতর্কের মুখে পড়ে। রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বও যে এ সম্পর্কে সজাগ সেটাও বোঝা যাচ্ছে। তারপরও এ সংক্রান্ত জটিলতা রয়েই গেছে। আর সেটি হল, আদু ভাইরা বহাল তবিয়তে থেকে যাচ্ছেন। তাদের ছাত্রনেতার পদ থেকে সরানো হচ্ছে না। বিষয়টি পুরনো। তারপরও নতুন করে এ প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে গত ১ জানুয়ারী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঘোষণার পর। সেদিন ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'নিয়মিত ছাত্র দিয়ে ছাত্রদল হতে হবে। কেবল বক্তৃতা ও স্লোগান দিলে চলবে না, পড়ালেখায় মনোনিবেশ করা চাই। ছাত্রদের কাজ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। শহীদ জিয়া এই স্বপ্ন নিয়ে ছাত্রদল গড়েছিলেন।'

এর কয়েক দিন আগে গত ১৮ ডিসেম্বর কক্সবাজারে বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের উদ্যোগে ছাত্রদলের এক বর্ণাঢ্য সম্মেলন হয়। সেখানে তারেক রহমান ছাত্রদল নেতাদেরকে প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির ধারা বদলের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'ছাত্রদলকে সুশৃংখল হতে হবে। দেশ ও মানুষ সম্পর্কে জানতে হবে। ছাত্রদল হবে এমন একটি আদর্শ সংগঠন, যেখানে মেধার বিকাশ হবে, তৈরী হবে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব।'

তারেক রহমানের এসব কথা সে সময় ইনকিলাবসহ পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়। ছাত্রদলকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোর এই উদ্যোগ সুধী মহলের প্রশংসা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এরপর প্রধানমন্ত্রী যখন ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একই ধরনের কথা বলেন, তখন অনেকে এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, এবার বুঝি ছাত্রদলে আদু ভাই জটিলতার অবসান হতে যাচ্ছে। কিন্তু না, বাস্তবে তা হয়নি। সেদিন রাতেই ছাত্রদলের যে নতুন কমিটি ঘোষিত হয় তাতে দেখা যায় আদু ভাইরা ছাত্রদলে যথারীতি তাদের অবস্থানে রয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, নবঘোষিত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ৭ নেতা ১৪ থেকে ১৭ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ছেন। এদের প্রায় সবাই ঠিকাদারী ব্যবসা করেন। এদের কয়েকজন বিবাহিত। কোন কোন ছাত্রনেতা ইতোমধ্যে সন্তানের পিতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন বলেও খবরে প্রকাশ। তারপরও কৌশলে ছাত্রত্ব বজায় রাখছেন।

নবঘোষিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টু ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স প্রিলিমিনারির দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্সে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি বিষয়ে থিসিস করছেন।

নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজীজুল বারী হেলাল ১৭ বছর আগে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। তার অনার্স কোর্স সম্পন্ন হলেও মাস্টার্স হয়নি। এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী স্টাডিজে ভর্তি হয়েছেন। সেই সুবাদে তিনিও ছাত্রত্বের দাবীদার।

উক্ত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান উদ্দিন টিটু ও সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু ১৪ বছর আগে অনার্সে ভর্তি হন। এখন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে পড়ছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম ভর্তি হন ১৬ বছর আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। এখন জাপানিজ স্টাডিজ পড়ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আমীরুল ইসলাম আলিম ১৪ বছর আগে এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন ১৩ বছর আগে অনার্সে ভর্তি হন। আলিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ১৪ বছর পর এখন এই বিভাগে মাস্টার্স করছেন। মামুন এখন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের ছাত্র বলে জানা গেছে। এদের ছাত্রত্বের এই হাল সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ এস এম আতিকুর রহমান ইনকিলাবকে গত মঙ্গলবার জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে একনাগাড়ে এত বছর ধরে ছাত্র থাকার সুযোগ নেই। নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রদের ৫ বছরের মধ্যে অনার্স মাস্টার্স করে বের হওয়ার কথা। বিশেষ কারণে কেউ সমস্যায় পড়লে এই সময় বড়জোর ৭ বছরের পর্যন্ত হতে পারে। তাকে মাস্টার্স ও প্রিলিমিনারী পড়ার সুযোগ ক'বছর আগেই তুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গত আওয়ামী লীগ শাসনামলে বেশ ক'টি নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট হয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে বেশ কিছু বেশী বয়স্ক ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে শোনা যায়। জনাব আতিকুর রহমান বলেন, আমার জানামতে, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে এভাবে দীর্ঘদিন ছাত্র থাকার সুযোগ নেই। অন্যান্য বিভাগেও এব্যাপারে নিয়ম-কানুন প্রায় একই। বারবার পরীক্ষায় ফেল করে বা পরীক্ষা না দিয়ে বছরের পর বছর কেউ ছাত্র থাকতে পারে না। সেজন্য এখন শোনা যাচ্ছে অনেকে বিভাগ, ইনস্টিটিউট পাল্টিয়ে, থিসিস করা বা ভাষা শিক্ষার নাম করে ছাত্রত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে আর সেই সুবাদে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় থাকছে। কিন্তু সেটাও এত বছর চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকার কথা নয়। অন্যায় বা কৌশলে ছাত্র নামধারণ করা ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে জনাব আতিকুর রহমান বলেন, এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস যা দেখে সেটা হল ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের সার্টিফিকেট বা কাগজপত্র ঠিক আছে কি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এইচএসসি পাসের পর দু'বছর সময় থাকে। এরপর আর সে ভর্তি হতে পারে না। অনার্স মাস্টার্সের জন্যও সময় নির্ধারিত আছে। তিনি বলেন, প্রক্টরিয়াল রুলসে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলা নেই।

বেশী বয়স্ক ছাত্রনেতাদের দলীয় পরিচয় সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। জনাব আতিক বলেন, এ সম্পর্কে আমাদের কিছু করার নেই। এটা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বেশী বয়স্ক ছাত্র নামধারী বা অছাত্রদের ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে রাখাটা সময়ের দাবী। আমি মনে করি, নিয়মিত ছাত্ররাই কেবল ছাত্র রাজনীতি করা বা ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার রাখে। এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গত কয়েক বছরে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব থেকে অছাত্র বা কৌশলে ছাত্র নামধারীদের বেশীরভাগকেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্য একজন শিক্ষক বলেন, বেশী বয়স্ক আদু ভাইদের ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত করা হয় অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। মূলত চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হলগুলোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ভয় দেখিয়ে সাধারণ ছাত্রদের দলে ভেড়ানোর জন্যই রাজনৈতিক নেতারা এদের হাতে দলের নেতৃত্ব তুলে দেন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে এর ফল রাজনৈতিক দলের জন্যও ভাল হয় না। নিকট অতীতে এর নজির ছাত্রদলেই আছে। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, হল দখল, চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির পরিণতিতে ব্যাপক সমালোচনার মুখে গতবছর ৯ মাস ২৩ দিন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ছিল। গত জুন মাসে বুয়েটের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি নিহত হওয়ার পর ছাত্রদলের বিরূপ সমালোচনা আরও বেড়ে যায়। সে সময় কেউ কেউ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্যও উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও এক পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তখন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, 'ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্য চাই। ছাত্র ও শিক্ষক কেউ রাজনীতি করবেন না। শিক্ষাঙ্গণ থাকবে রাজনীতিমুক্ত। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস ও দলীয় রাজনীতি শুধু দেশের ক্ষতিই করছে না, রাজনৈতিক দলগুলোরও ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।'

প্রধানমন্ত্রী এই আহবানে সাড়া দেয়নি বিরোধী দল। বরং এর একতরফা সুযোগ নিয়েছিল সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তারা সুকৌশলে সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলন উসকে দেন। এই সময়টাতেই শামসুন্নাহার হল, বুয়েট ও শহীদ মিনারকেন্দ্রিক আন্দোলন ফুঁসে ওঠে। আর তখনই সরকার পক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন হন যে, একতরফা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হবে আত্মঘাতী। এ জন্যই ছাত্রদলকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই ঢেলে সাজানোর কাজটি ঠিকমত হয়নি। নেতৃত্ব পুরনোদের হাতেই রয়ে গেছে। নিয়মিত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সাথে কথা বলে দেখা গেছে, তারা চান ছাত্রদলের নেতৃত্ব বিতর্কিত আদু ভাইদের পরিবর্তে প্রকৃত ও নিয়মিত ছাত্রদের হাতে থাক।

সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্রদলকে অবশ্যই আরও সক্রিয় ও বেগবান করা দরকার। তবে সেটা করা দরকার প্রকৃত ছাত্রদের দিয়ে- যার অভাব নেই ছাত্রদলে। এর ব্যতিক্রম হলে, মুখে এক কথা আর কাজে অন্য রকম হলে, তার ফল উল্টো হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিকট অতীতের দৃষ্টান্ত থেকে সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়।